সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫

২০১৫ সালের ----নং আইন

যেহেতু জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এবং সাইবার অপরাধ সমূহের প্রতিকার, প্রতিরোধ, দমন, সনাক্তকরণ, তদন্ত এবং বিচারের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক	
সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	ধারা- ১। (১) এই আইন সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে। (২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে। (৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
সংজ্ঞা	ধারা- ২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে- (১) "অনুমোদিত প্রবেশাধিকার" অর্থ কোন ব্যক্তি কম্পিউটার সিস্টেমের কোনো প্রোগ্রাম বা ডেটায় প্রবেশাধিকার পাবে, যদি- ক) ঐ ব্যক্তি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রোগ্রাম বা ডেটায় প্রবেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজের আয়ত্তে রাখার অধিকারী হয়; বা খ) ব্যাক্তিটি কম্পিউটার সিস্টেমের প্রোগ্রাম বা ডেটায় প্রবেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার অধিকারী ব্যক্তিটি নিকট হইতে এমন সম্মতি লাভ করে। (২) "ইলেকট্রনিক যোগাযোগ" অর্থ ইলেকট্রিক্যাল, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অয়্যারলেস, অপটিক্যাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তুলনীয় সক্ষমতা রহিয়াছে এইরূপ কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে কোন সংকেত, চিহ্ন, শব্দ, ছবি এবং তথ্য বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে ট্রান্সমিশন, বিনিময় এবং প্রেরণ বা গ্রহণ করে; (৩) "ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(৭) এ সংজ্ঞায়িত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডকে বুঝাইবে; (৪) "উপাত্ত (Data)" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১০) এ সংজ্ঞায়িত উপাত্ত বা ডেটাকে বুঝাইবে; (৫) "এপ্লিকেশন" অর্থ এমন এক ধরনের নির্দেশনা বা নির্দেশনার সমষ্টিকে বুঝাইবে, যখন এই ধরণের নির্দেশনা কোন কম্পিউটারের সিস্টেমে পরিচালনা করা হয়, তখন কম্পিউটারের সিস্টেম কম্পিউটারের কাজসমূহ পরিচালনা করে এবং ইহা কম্পিউটারের সিস্টেমে কার্যকর অপসারণযোগ্য মাধ্যমসমূহ দ্বারা সম্পন্ন নির্দেশাবলীসহ কম্পিউটারের সিস্টেমের ডাটাবেস-প্রোগ্রাম, ওয়ার্ড প্রসেসর, ওয়েব ব্রাউজার, স্প্রেডশীট, উন্নয়ন সরঞ্জাম, অঙ্কন, রং, ইমেজ এডিটিং প্রোগ্রাম এবং যোগাযোগ প্রোগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করে। (৬) "কম্পিউটার" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১৩) এ সংজ্ঞায়িত কম্পিউটার; (৭) "কম্পিউটার নেটওয়ার্ক" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(১৪) এ সংজ্ঞায়িত "কম্পিউটার নেটওয়ার্ক"; (৮) "কম্পিউটার ডাটা" অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমে প্রক্রিয়াকরণের উপযুক্ত ফরমে কোন বিষয়বস্তু, তথ্য বা ধারণা উপস্থাপন এবং কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার সিস্টেমের উপযুক্ত কোন প্রোগ্রামও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; (৯) "কম্পিউটার সিস্টেম" অর্থ এক বা একাধিক পারস্পরিক সংযুক্ত ডিভাইস যাহা কোন

প্রোগ্রাম তৈরি করে অথবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্যাটা প্রক্রিয়াকরণ বা রেকর্ড করে;

(১০) “কম্পিউটার ভাইরাস” অর্থ এমন কম্পিউটার নির্দেশ, তথ্য, উপাত্ত বা প্রোগ্রাম, যাহা-

(অ) কোন কম্পিউটার সম্পাদিত কার্যকে বিনাস, ক্ষতি বা ক্ষুণ্ণ করে বা উহার কার্য-সম্পাদনের দক্ষতায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে; বা

(আ) নিজেকে অন্য কোন কম্পিউটারের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কম্পিউটারের কোন প্রোগ্রাম, উপাত্ত বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোন ক্রিয়া সম্পাদনের সময় নিজেই ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কম্পিউটার কোন ঘটনা ঘটায়;

(১১) “কম্পিউটার প্রোগ্রাম” অর্থ এমন ধরনের সফটওয়ার বা শুধু একটি প্রোগ্রাম বা নির্দেশনার সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য কম্পিউটারে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়।

(১২) “কম্পিউটার দূষণ” অর্থ এমন সব কম্পিউটার নির্দেশনা যাহা নিম্নবর্ণিত কার্যের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়-

(অ) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে রক্ষিত কোন রেকর্ড, উপাত্ত বা প্রোগ্রামের প্রেরণ বা সঞ্চারণ কার্যের পরিবর্তন বা বিনাশ সাধন;

(আ) যে কোন উপায়ে কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে স্বাভাবিক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা;

(১৩) “কনটেন্ট ডাটা” (content data) অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমের মেমোরীতে সংরক্ষিত কোন তথ্য;

(১৪) “মহাপরিচালক” অর্থ ধারা ৫(২) এর অধিনে নিযুক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারি পরিচালক;

(১৫) “কোম্পানী” বলিতে কোন কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বুঝাইবে;

(১৬) “ক্ষতি” অর্থ এমন কোন কার্য যাহার দ্বারা কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার ব্যবস্থায় রক্ষিত তথ্য বা উপাত্ত বিনষ্ট, পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন বা পুনঃবিন্যাস করা হয় বা মুছিয়া ফেলা হয়।

(১৭) “গ্রাহক তথ্য” অর্থ কম্পিউটার ডেটার ফরম বা অন্য কোন ফরমে ধারণকৃত তথ্য যাহা সার্ভিস প্রোভাইডার (Service Provider) কর্তৃক গ্রাহকের প্রেরণকৃত সার্ভিসের জন্য ধারণকৃত, তবে এইরূপ ট্রাফিক বা কন্টেন্ট ড্যাটা (content data) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, যথা:

(ক) ব্যবহৃত কমিউনিকেশন সার্ভিসের ধরণ, ইহার সহিত সম্পর্কিত কারিগরি বিষয়াদি এবং সেবা প্রদানের সময়;

(খ) গ্রাহকের পরিচিতি, পত্রযোগাযোগ বা অন্য কোন যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন এবং অন্যান্য একসেস নাম্বার; বিল পরিশোধের তথ্যসহ কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট স্থাপনের স্থান সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য যাহা সার্ভিসের মাধ্যমে বা সার্ভিস হইতে প্রকাশ করা হয়;

(১৮) “তথ্য ব্যবস্থা” অর্থ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ইলেক্ট্রনিক তথ্য ব্যবস্থা যাহার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে (যাহা সীমাবদ্ধ থাকিবে না) কম্পিউটার সিস্টেম, সার্ভার, ওয়ার্ক স্টেশন, টার্মিনাল, স্টোরেজ মিডিয়া, কমিউনিকেশন ডিভাইস, নেটওয়ার্ক রিসোর্স ও ইন্টারনেট।

(১৯) “ডিভাইস” অর্থ এমন ধরনের ইলেক্ট্রনিক বা ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল যন্ত্র যাহা

	মাইক্রো প্রসেসর এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা হয়। (২০) (ক) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল; (খ) “সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল; (গ)“বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক; (২১) "ট্রাফিক ডাটা" অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্পর্কিত যে কোন কম্পিউটার ড্যাটা যাহা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে উৎপাদিত এবং যোগাযোগের উৎস, গন্তব্য, রুট, সময়, তারিখ, আকার, মেয়াদ বা ধরণ সংক্রান্ত যোগাযোগের চেইনের কোন অংশ বুঝায়; (২২) “পরিচালক” বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামে অভিহিত হউক, ইহার সদস্যকেও বুঝাইবে। (২৩) "পাসওয়ার্ড" অর্থ এমন ধরনের উপাত্ত বা ডেটা যার মাধ্যমে কম্পিউটার, কম্পিউটার সার্ভিস বা কম্পিউটার সিস্টেমের ব্যবহার ও প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। (২৪) "প্রতিবন্ধকতা" অর্থ ইলেকট্রনিক, চৌম্বকীয়, অপটিক্যাল বা মৌখিক যোগাযোগের বিষয়বস্তু কোনো শ্রবণযন্ত্র, পঠনযন্ত্র বা রেকর্ডিং যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে পথিমধ্যে বাধা সৃষ্টি করা; (২৫) "পর্নগ্রাফী" অর্থ পর্নগ্রাফী নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২(গ) তে সংজ্ঞায়িত পর্নগ্রাফী; (২৬) “প্রবেশ বা Access” অর্থ কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার ব্যবস্থায় তথ্য নিবিষ্ট করার, পুঞ্জিভূত করার, তথ্য উদ্ধারের বা তথ্যের গতিরোধ করে বাঁধা দেয়ার, তথ্য প্রক্রিয়াকরণের, তথ্য বা কম্পিউটার সফটওয়্যারের পরিবর্তন করার, আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রিন্ট করার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনোভাবে কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার ব্যবস্থায় এমন কোন অভিগমণ, নির্দেশ বা যোগাযোগ স্থাপন করা; (২৭) “ব্যক্তি” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(২৬) এ সংজ্ঞায়িত “ব্যক্তি; (২৮) “শিশু” অর্থ শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত শিশু; (২৯) "শিশু পর্নোগ্রাফি" এমন উপাদান যাহা দৃশ্যত বা অন্যভাবে চিত্রিত করে- (ক) যৌন আচরণের আওতায় কোন শিশুকে স্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত করা; (খ) এমন কোন ব্যক্তি যাহাকে শিশু বলে মনে হয় তাহাকে যৌনতায় স্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত করা; (গ) এমন ধরনের বাস্তব বা স্থির চিত্র যাহা কোন শিশুর দৈহিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট। (৩০) “অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো" অর্থ এমন কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার সিস্টেম, ডিভাইস, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা কম্পিউটার তথ্য-উপাত্ত, যা বাংলাদেশের জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই ধরনের ব্যবস্থা বা সম্পদের কোন অক্ষমতা, অপ্রাপ্যতা, ধ্বংস বা হস্তক্ষেপের ফলে নিরাপত্তা, জাতীয় বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য বা সমন্বিত কোন নিরাপত্তা বিষয়ের প্রতি মারাত্বক হুমকি বা বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

	(৩১) "সহায়তা" অর্থ অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন, বাজেয়াপ্তকরণ এবং অপরাধ সম্পর্কিত বিচারিক ও অন্যান্য কার্যধারা; (৩২) "সেবা প্রদানকারী" অর্থ (ক) কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহা কম্পিউটার সিস্টেম, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ডিভাইস, মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোন ব্যবহারকারীকে যোগাযোগের সামর্থ্য সরবরাহ করে; এবং (খ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা যিনি বা যাহা উক্ত সার্ভিসের বা উক্ত সার্ভিসের ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ড্যাটা প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ করেন। (৩৩) "হস্তক্ষেপ" অর্থ এমন একটি কার্য বা ঘটনা যাহার মাধ্যমে বাধা দেওয়া হয় বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় বা ব্যাহত করা হয়; **(৩৪) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ** Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898).
আইনের প্রধান্য	ধারা-৩। আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি ও অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।
আইনের প্রয়োগ	ধারা-৪। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে, তার জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের বাইরে ও বাংলাদেশের মধ্যে এই আইনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে। (২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন যাহা বাংলাদেশে করিলে এই আইনের অধীন দন্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইন এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই করিয়াছেন। (৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি অপরাধের প্রশ্নে - (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধের সময়ে বাংলাদেশে ছিল; বা (খ) কম্পিউটার, প্রোগ্রাম বা তথ্য অপরাধের সময়ে বাংলাদেশে ছিল।
দ্বিতীয় অধ্যায় জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা	
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা গঠন ও কার্যাবলী	ধারা- ৫। (১) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সরকার সরকার এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ গঠন করিতে পারিবে; (২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রয়োজনীয় জনবলসহ 'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট এর নতুন দপ্তর সৃষ্টি করিতে পারিবে। এ কর্তৃপক্ষের একজন মহাপরিচালক থাকিবে এবং সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে; (৩) সরকারের নিয়ন্ত্রন ও তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার উপর ন্যস্ত সকল কার্য সম্পাদন করিবেন; (৪) মহাপরিচালকের সরাসরি তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক কর্তৃক তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং কার্য সম্পাদন করিবেন; (৫) মহাপরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং সহকারী পরিচালক এর যোগ্যতা,

অভিজ্ঞতা ও চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৬) মহাপরিচালকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং সরকার প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে;

(৭) মহাপরিচালকের দপ্তরের একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে;

(৮) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একটি কক্ষ থাকিবে যাহা "সাইবার ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ কক্ষ" নামে অভিহিত হইবে। এ কক্ষে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হইবে। এছাড়া, সরকার সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাইবার নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে এর প্রতিকার বিধানের জন্য অন্য প্রয়োজনীয় কোন ল্যাব এ কক্ষে স্থাপন করিতে পারিবে;

(৯) 'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট' এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(১০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "কন্ট্রোলার অব সার্টিফায়িং অথরিটি" এর অফিসের নাম **'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট'** নাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১১) বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে 'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট' এর মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবে।

(১২) 'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট' বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হইবে।

(১৩)'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট' এর অধীনে "Bangladesh Cyber Emergency Response Team (BDCERT)" নামক একটি টিম গঠন করা হইবে এবং বাংলাদেশের কোথাও সাইবার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা সাইবার হামলা হলে "Bangladesh Cyber Emergency Response Team (BDCERT)" সাইবার হামলার বিষয়ে তাৎক্ষনিক প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এছাড়া সাইবার নিরাপত্তা বিঘ্নের ফলে বা সাইবার হামলার ফলে বিঘ্নিত নিরাপত্তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি BDCERT নিশ্চিত করিবে। BDCERT প্রতি মাসে একবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিব এর সাথে সভায় মিলিত হইবে এবং তাঁদের নিকট বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তার মাসিক সার্বিক চিত্র তুলিয়া ধরিবে।

(১৪) 'সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট' বাংলাদেশের সকল কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা প্রদান, সাইবার অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ এবং উক্তরূপ অপরাধমূলক তৎপরতা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে-

(ক) সাইবার অপরাধসমূহ পর্যবেক্ষণ পরিচালনা;

(খ) কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত অন্যান্য সংস্থার কার্যতৎপরতা তদারক এবং পর্যবেক্ষণ;

(গ) কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত জড়িত অন্যান্য

	সংস্থার নিকট হইতে সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে প্রতিবেদন আহ্বান করা; (ঘ) দফা (গ) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং তদানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঙ) কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত জড়িত সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে; (১৫) "মহাপরিচালক" শব্দটি দ্বারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২(২১) ও ধারা ১৮(১) এর "নিয়ন্ত্রক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।
"জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল"	ধারা-৬। (১) সাইবার নিরাপত্তার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি "জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল" থাকিবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী – সভাপতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী- সদস্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী- সদস্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী –সদস্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী- সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী সমমর্যাদার একজন সদস্য - সদস্য মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী- সদস্য দুইজন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনোনীত) – সদস্য মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী- সদস্য সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ- সদস্য মহাপরিচালক, সাইবার সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট- সদস্য-সচিব (২) জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিলের কার্যাবলী বিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে।
তৃতীয় অধ্যায় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামো নিরাপত্তা	
নির্দিষ্ট কিছু কম্পিউটার সিস্টেম অথবা নেটওয়ার্ক কে জাতীয় সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা	ধারা- ৭। (১)জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিলের উপদেশক্রমে মহাপরিচালক, অফিসিয়াল গেজেটের এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং তথ্য পরিকাঠামো যা বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা অথবা নাগরিকের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত সেগুলকে অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষনা করতে পারেন। (২) মহাপরিচালক উপ-ধারা (১) অনুসারে নিম্নবিষয়ে ন্যূনতম মান, নির্দেশনা, নিয়ম ও প্রক্রিয়া বিহিত করে দেবেন; যথা- ক) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর রক্ষা এবং সংরক্ষণ। খ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর সাধারণ ব্যবস্থাপনা। গ) কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্যে প্রবেশাধিকার, হস্তান্তর এবং নিয়ন্ত্রণ। ঘ) কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্য এবং উপাত্তের সত্যতা এবং অখন্ডতার নিরাপত্তার জন্যে পরিকাঠোমোগত এবং পদ্ধতিগত নিয়ম ও নীতিমালা। ঙ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্য বা উপাত্ত সংরক্ষণ storage or archiving ও সংরক্ষণ। চ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর বা ইহার কোন অংশের বিনষ্টের ঘটনায়

	আপদকালীন পরিকল্পনা; এবং ছ) অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর তথ্য-উপাত্ত বা অন্য কোন সম্পদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য আরো যাহা প্রয়োজনীয়।
অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর নিরীক্ষা ও পরিদর্শন।	ধারা-৮। (১)মহাপরিচালক, এই আইনের বিধান সঠিকভাবে মানা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবার জন্যে, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনবোধে কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর নিরীক্ষা ও পরিদর্শন এর নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২)মহাপরিচালকের নিকট যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর জন্য হুমকিস্বরূপ বা ক্ষতিকর, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক স্বপ্রণোদিতভাবে বা কাহারও নিকট হইতে কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া উহার তদন্ত করিতে পারিবে। (৩)মহাপরিচালক উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্ত পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।
অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে অপরাধ	ধারা-৯। কোন ব্যক্তি অত্যাবশ্যকীয় তথ্য পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
চতুর্থ অধ্যায় অপরাধ ও দণ্ড	
কম্পিউটার সংক্রান্ত জালিয়াতি	ধারা-১০। (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপর কোন ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা নতুন কোন তথ্যের সংযুক্তি বা বিকৃতির ঘটানোর মাধ্যমে তাহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির আর্থিক সুবিধা পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণার অভিপ্রায়ে প্রেরকের বরাবরে এমন কোন ইলেকট্রনিক মেসেজ প্রেরণ করেন যাহা বস্তুগতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করায় অপর কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি সংঘঠিত করে, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রতারণা	ধারা-১১। (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপর কোন ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিবার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা নতুন কোন তথ্যের সংযুক্তি বা বিকৃতির ঘটানোর মাধ্যমে তাহার নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির আর্থিক সুবিধা পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (২) যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণার অভিপ্রায়ে প্রেরকের বরাবরে এমন কোন ইলেকট্রনিক মেসেজ প্রেরণ করেন যাহা বস্তুগতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করায় অপর কোন ব্যক্তির লোকসান বা ক্ষতি সংঘঠিত করে, তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে একটি অপরাধ। (৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
পরিচয় প্রতারণা এবং ছদ্মবেশ ধারণ	ধারা-১২। (১) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে-

	ক) প্রতারণা করা বা ঠকানোর উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করে বা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন তথ্য নিজের বলে দেখায়; বা খ) উদ্দেশ্যমূলক জালিয়াতির মাধ্যমে কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা নিজের বলে এই উদ্দেশ্যে ধারণ করে যে- ১) তাহার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির সুবিধা লাভ করা বা করানো; ২) কোন সম্পত্তি বা কোন সম্পত্তির স্বার্থ প্রাপ্তি; ৩) অপর কোন ব্যক্তি বা সত্ত্বার রূপ ধারণ করে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষতি সাধন করা; তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
সাইবার সন্ত্রাসী কার্য	ধারা-১৩। (১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক- (ক) বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে- (অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার ব্যহত করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা (আ) অন্য কোন ব্যক্তির কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অবৈধভাবে বা কর্তৃত্বহীনভাবে প্রবেশ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা (ই) কোন ব্যক্তিকে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার ব্যহত করার জন্য বা অবৈধভাবে বা কর্তৃত্বহীনভাবে প্রবেশ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা (ই) কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কোন ধরনের কম্পিউটার সংক্রামক বা দূষক বা কম্পিউটার ভাইরাস প্রবেশ করান বা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন; অথবা (ঈ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা (উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সংক্রামক বা দূষক বা কম্পিউটার ভাইরাস ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে; (খ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পদ ক্ষতি বা বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের প্রচেষ্টা করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে; (গ) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে; (ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে দফা খ বা গ এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সংক্রামক বা দূষক বা কম্পিউটার ভাইরাস ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে; (ঙ) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর তফসিল-১ এ অর্ন্তভুক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা

	কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহারের মাধ্যমে করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার প্রচেষ্টা করে; (চ) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দ্বের বৈরি পরিস্থিতিতে (hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোন বেসামরিক, কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে মারাত্বক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে এইরূপ কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যাপ্তির কারণে, কোন জনগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হয় বা এমন কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে যা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক ''সাইবার সন্ত্রাসী কার্য'' সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর- (অ) উপ-দফা (অ) ও (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন; (আ) উপ-দফা (ই) ও (ঈ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর ও অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন; (ই) উপ-দফা (উ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর ও অন্যূন ১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন; (৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা (চ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। (৪) যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে- (ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ১ (এক) কোটি টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং (খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।
গোপনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি	ধারা-১৪। (১) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাহার ব্যক্তিগত ছবি তোলে, প্রকাশ করে বা প্রেরণ করে; তাহা হইলে এমন কার্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অপরাধ হইবে। (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন হ্যাকিং অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দশ বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিতে হইবে। ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে

	(ক) “প্রেরণ” অর্থ ইলেকট্রনিক উপায়ে কোন দৃশ্যমান ছবি প্রদর্শিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহের নিকট প্রেরন করা; (খ) ছবি সম্বন্ধে “দৃশ্য ধারণ” অর্থ যে কোন উপায়ে ভিডিও টেপ, আলোকচিত্র, ফিল্ম বা রেকর্ড করা; (গ) "ব্যক্তিগত এলাকা" অর্থ নগ্ন বা অন্তর্বাস পরিহিত যৌনাঙ্গ, যৌনাঙ্গের আশপাশ, নিতম্ব বা মহিলা স্তন; (ঘ) "গোপনীয়তা লঙ্ঘনের পরিস্থিতির ক্ষেত্র” অর্থ কোন পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা থাকতে পারে যে- (অ) কোন ব্যক্তি গোপনীয়ভাবে অনাবৃত হইতে পারেন, এমতাবস্থায় তার ব্যক্তিগত এলাকায় তার নজর এড়িয়ে চিত্রবন্দী করা হয়েছিল; অথবা (আ) সরকারি বা ব্যক্তিগত এলাকা নির্বিশেষে কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত এলাকার এমন কোন অংশে ছিল যা জনসাধারণের নিকট দৃশ্যমান হবে না।
পর্নোগ্রাফী, শিশু পর্নোগ্রাফী এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ	ধারা-১৫। (১) কোন ব্যক্তি- (ক) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান প্রকাশ করিলে; বা (খ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান উৎপাদন করিলে; বা (গ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটারের স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (removable storage medium) পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করিলে; বা (ঘ) এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরন বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা (ঙ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফী বা অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করিলে; (২) কোন ব্যক্তি- (ক) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান প্রকাশ করিলে; বা (খ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশনার উদ্দেশ্যে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান উৎপাদন করিলে; বা (গ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটারের স্থানান্তরযোগ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত বা জমাকৃত তথ্য (removable storage medium) শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদান সংরক্ষণ করিলে; বা (ঘ) এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে বা প্রকাশ করিবার কারণ ঘটাইলে যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানসমূহ বিতরন বা প্রদর্শন করিবার সম্ভাবনা থাকে; বা (ঙ) কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু পর্নোগ্রাফী বা শিশু সম্বন্ধীয় অশ্লীল উপাদানে প্রবেশ করিলে; তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পর্নোগ্রাফী বা শিশু পর্নোগ্রাফী সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোন

	অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন। (৪) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	ধারা-১৬। কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা।- এই ধারায়- (ক) 'কোম্পানী' বলিতে কোন কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বুঝাইবে; (খ) 'পরিচালক' বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামে অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।
পঞ্চম অধ্যায় তদন্ত, তল্লাসী, আটক, বিচার ইত্যাদি	
অপরাধের তদন্ত	ধারা-১৭। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে এবং তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইলে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন। (২) কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের কার্যালয় বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি একইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা তদ্দকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ একই সাথে তদন্ত করা যাইবে না। (৪) কোন মামলার তদন্তের যে কোন পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব- (ক) পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা (খ)মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার, নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সাইবার ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে। (৫)(ক)তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বায়িত্ব পাওয়ার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিবেন।

	(খ)তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৫)(ক) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক আরও পনের দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (গ) উপ-ধারা (৫)(খ) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারক কোন তদন্তকার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে মহাপরিচালক ও ক্ষেত্র বিশেষে "বিচারক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল" কে অবহিত করিয়া তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। (৬) সরকার সাইবার অপরাধের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের অধীনে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠাসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাবহার নিশ্চিত করিবে।
পুলিশ অফিসার বা মহাপরিচালক বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রবেশের এবং পরীক্ষণের অধিকার	ধারা-১৮। ১) এই আইনের অধীনে বর্ণিত অপরাধের তদন্তের স্বার্থে মহাপরিচালক বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা থাকিবেঃ- ক) সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে সাথে নিয়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে; খ) যে কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অথবা যে কোন প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত যাহা কোন কম্পিউটারে বা কম্প্যাক্ট ডিস্কে বা রিমুভেবল ড্রাইভে বা অন্য কোন উপায়ে সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা নিজের অধিকারে নেওয়া অথবা প্রবেশ করা; গ) যে কোন ব্যক্তিকে তথ্য চলাচলের (Traffic) তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করিতে বাধ্য করা; ঘ) মৌখিকভাবে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা; এবং ঙ) এই আইনের জন্যে অন্য যাহা কিছু করিবার দরকার যৌক্তিকভাবে তাহা করা। ২) এই আইনের অধীনে পুলিশ কর্মকর্তা বা মহাপরিচালক বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তদন্তের সাহায্যের জন্যে যে কোন বিশেষজ্ঞকে ডাকিতে পারেন এবং এটা করিবার জন্যে যাহা যাহা খরচাপাতি সব ওই কর্মকর্তা বহন করিবেন। ৩) যদি এই ধরনের তদন্তের উপর ভিত্তি করে কোন মামলার উদ্ভব হয় তাহা হলে ওই মামলার স্বার্থে যাহা কিছু তথ্য, উপাত্ত এবং অন্য আরও কিছু যাহা তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়ে আসিয়াছিলো তাহা আদালতে জমা দেওয়া তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব।
পরোয়ানার মাধ্যমে অনুসন্ধান ও প্রবেশ	ধারা-১৯। ১) মহাপরিচালক বা তদ্কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,- (ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন; বা (খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে; তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই আইনের অধীনে পরোয়ানার আবেদন করে নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন- ক) যেকোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকা যেকোন তথ্যপ্রবাহ (Traffic) এর তথ্য-উপাত্ত হস্তগত করা;

	খ) যোগাযোগের যেকোন পর্যায়ে গ্রাহক তথ্য এবং তথ্যপ্রবাহের তথ্য-উপাত্তসহ যেকোন তার বার্তা বা ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল কার্য্য মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার পরোয়ানা ছাড়াই সম্পাদন করিতে পারিবেন, যদি- ক) তদন্তটি খুব দ্রুততার সাথে এবং জরুরী ভিত্তিতে সম্পাদন করিবার প্রয়োজন হয়; এবং খ) যদি প্রমানাদির হারানোর, নষ্ট হওয়ার, পরিবর্তন করিবার অথবা প্রাপ্যতা দুস্কর করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে; এবং গ) তদন্ত কার্যটি সম্পন্ন করিতে গোপনীয়তা রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়।
পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী, আটক ইত্যাদির ক্ষমতা	ধারা-২০। (১) নিয়ন্ত্রক বা তদ্দকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি যে কোন সময়- (ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, বাধা অপসারণের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন; (খ) উক্ত স্থানে তল্লাশীকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য দ্রব্যাদি, এই আইনের অধীন আটক বা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোন দলিল-দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবেন; (গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করিতে পারিবেন; (ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইলে গ্রেফতার করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী পরিচালনা না করিলে অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত প্রমাণাদির হারানোর, নষ্ট হওয়ার, পরিবর্তন করিবার অথবা প্রাপ্যতা দুস্কর করিয়া দেওয়ার বা অপরাধী পালাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কোন কর্মকর্তার বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ থাকিলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশী করিতে পারিবেন। (৩) কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে তদন্ত বা অনুসন্ধানের স্বার্থে কোনরূপ সন্দেহজনক কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা তথ্য-উপাত্তে প্রবেশ করিবেন না যতক্ষণ না নিয়ন্ত্রক অথবা পুলিশের মহাপরিদর্শক লিখিত স্বীকৃতি দিয়েছেন যে তিনি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞান এবং দক্ষতা রাখেন এবং এই ধরনের কাজ করিবার জন্যে তিনি যথেষ্ট পারঙ্গম।
তথ্য সংরক্ষণ	ধারা-২১। (১) নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোন তথ্য-উপাত্ত এই আইনের অধীন তদন্তের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে দরকার এবং এই তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা প্রাপ্যতা দুষ্কর করে দেওয়ার সংশয় থাকে তাহা হলে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম এর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে এই ধরনের তথ্য-উপাত্ত সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের জন্য সংরক্ষণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) ট্রাইবুনালে আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, তবে তাহা সর্বমোট ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক হইবে না।
কম্পিউটারের সাধারণ ব্যবহার ব্যাহত না করা	ধারা-২২। (১) নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তা যে বা যাহারা এই আইনের অধীন তদন্তের জন্য অনুসন্ধান, পরিদর্শন অথবা অন্য যাহা কিছু করে, তাহা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার

	নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশের বৈধ ব্যবহার যেন এই ধরনের অনুসন্ধান, পরিদর্শন তদন্তের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ জব্দ করা যাইবে না, যদি না- ক) যে স্থানে এই কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ আছে সেই স্থানে পরিদর্শন সম্ভব না হয়। খ) এই ধরনের কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোন অংশ অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য বা চলমান অপরাধ রোধ করার জন্য জব্দ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বা বাজেয়াপ্ত না করিলে তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা প্রাপ্যতা দুষ্কর হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকিয়া যায়।
তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি	ধারা-২৩। এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত সকল তদন্ত, পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
তদন্তে সহায়তা	ধারা-২৪। ১) এই আইনের অধীনে যে কোন ব্যক্তি বা কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তদন্তের স্বার্থে কোন তথ্য প্রকাশ বা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সহায়তা করতে বাধ্য থাকিবেন। ২) যদি কোন ব্যক্তি বা কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার তদন্ত কাজে বাধা প্রদান করেন অথবা নিয়ন্ত্রক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা পুলিশ কর্মকর্তার কোন অনুরোধ পালন করতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হইবেন।
তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা	ধারা-২৫। (১) এই আইনের অধীনে তদন্তে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি তদন্তের স্বার্থে কঠোর গোপনীয়তার সহিত তথ্যের তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং তিনি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ করিবেন না বা দায়িত্ব পালনকালে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবেন না। (২) বৈধ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধক্রমে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কঠোর গোপনীয়তার সহিত তথ্যের সংরক্ষণ বা তথ্যের হেফাজতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং বিনা অনুমতিতে উক্ত তথ্যের প্রকাশ হইতে বিরত থাকিবেন। (৩) তদন্তেরর স্বার্থে কোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কোন তথ্য প্রকাশ করিলে উক্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইনে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না। (৪) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ। তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি	ধারা-২৬। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে সাইবার ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না। (২) যদি কোন ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এ

	উল্লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে সরাসরি অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। (৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন রিপোর্টে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও, ট্রাইব্যুনাল যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে। (৪) ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এর বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে। (৫) কোন ট্রাইব্যুনাল, ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় না হইলে, এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিবে না। (৬) ট্রাইব্যুনাল, উহার নিকট পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, বা উহার নিজ উদ্যোগে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা পুনঃতদন্তের (further investigation), এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
মামলা নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা	ধারা-২৭। (১) এই আইনের অধীন মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মামলার বিচারক বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন। (২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক আরও তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারক কোন মামলার নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্ট বিভাগ ও নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিয়া মামলার কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। (৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ ধারা-৮২ ও ৮৪ অনুযায়ী গঠিত সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিলের বিধান এ আইনেও প্রযোজ্য হইবে।
অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা	ধারা-২৮। এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ (ক) ধারা ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩,১৪, ১৫, ও ১৬ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable) ও অ-জামিনযোগ্য হইবে; এবং (খ) ধারা ২৪ ও ২৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য হইবে।
জামিন সংক্রান্ত বিধান	ধারা-২৯। বিচারক এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না- (ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়; (খ) বিচারক সন্তুষ্ট হন যে,- (অ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে; (আ) অপরাধ আপেক্ষিক অর্থে গুরুতর নহে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলেও শাস্তি কঠোর হইবে না; এবং (গ) তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

বাজেয়াপ্তি	ধারা-৩০। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি, কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি), টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি উক্ত অপরাধের বিচারকারী আদালতের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। (২) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তিনি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘনের জন্য বা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণের সহিত কোন বৈধ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। (৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন কম্পিউটার বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।
ষষ্ঠ অধ্যায় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	
আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা	ধারা-৩১। এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান, প্রসিকিউশন এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর সমস্ত বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে।
সপ্তম অধ্যায় বিবিধ	
সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম	ধারা-৩২। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, নিয়ন্ত্রক, ডেপুটি কন্ট্রোলার, সহকারী কন্ট্রোলার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।
অসুবিধা দূরীকরণ	ধারা-৩৩। (১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোন অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। (২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আদেশ জাতীয় সংসদে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপস্থাপন করিতে হইবে।
উপদেষ্টা কমিটি গঠন	ধারা-৩৪। ১) সরকার এই আইন পাস করিবার পরমূহূর্তে একটি কমিটি গঠন করিবে যাহা সাইবার

	নিরাপত্তা উপদেষ্টা কমিটি নামে পরিচিত হইবে; ২) সরকার, প্রয়োজন অনুসারে, সাইবার নিরাপত্তা উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক অন্যান্য সদস্য বা পদাধিকার সংক্রান্ত সদস্য নিয়োগ করিবে যাহারা সাইবার নিরাপত্তা বা সাইবার আইনের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইবে। ৩) সাইবার নিরাপত্তা উপদেষ্টা কমিটি উপদেশ প্রদান করিবে যাহাঃ ক) সাইবার নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই আইনের সহিত সম্পৃক্ত করিতে পারে; খ) বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসারের সাথে সাথে ডিজিটাল সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় যথেষ্ট হয় এমন বিধান সংযোজন করিতে পারে; (গ) এই আইনের অধীন মহাপরিচালককে বিধি প্রণয়ন করিতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবেন। ৪) সরকার প্রয়োজনমতে এ সংক্রান্ত কমিটির সদস্যদের এই উদ্দেশ্যে যাতায়াতের খরচাদি এবং অন্যান্য ভাতা নির্ধারণ করিবেন।
বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	ধারা-৩৫। সরকার, সরকারী গেজেটে এবং তদতিরিক্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ- ক) ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা; খ) মহাপরিচালক কর্তৃক ফরেনসিক ল্যাব পরিচালিত করা; গ) ট্রাফিক ডাটা অথবা তথ্য পর্যালচনা অথবা সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ এবং রক্ষা পদ্ধতি; ঘ) হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা অথবা ডিক্রিপশন পদ্ধতি এবং রক্ষা; ঙ) সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো নিরাপত্তা; চ) আর্ন্তজাতিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার পদ্ধতি।
ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	ধারা-৩৬। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরজেীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে। (২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।